ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ২৯১২

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ □ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃ F. 3(1)SWC/RPM/SL.222/2010 তারিখ ঃ

প্রেস রিলিজ

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মেয়েদের সম্ভোগ সমাজে একটি ব্যধি হয়ে দেখা দিয়েছে ঃ মহিলা কমিশন

সাম্প্রতিক সময়ের টেলিভিশন, ইন্টারনেট, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির যৌন আবেদনপূর্ণ অনুষ্ঠান প্রচার আমাদের ছেলেমেয়েদের উপর যে কত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে তা বোঝা যায় বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ সম্পর্কিত অভিযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি থেকে। এ যেন সমাজে একটি ব্যধি হয়ে দেখা দিয়েছে। বিয়ে করতে না চাইলে জোর করে তো কাউকে বিয়ে করানো যায়না। তখন থানায় অভিযোগ জানানোই একমাত্র পথ। কিন্তু কোর্টে প্রায়শই কেসটি ধর্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয়না কারণ সুপ্রীম কোর্ট এ ধরনের ঘটনাকে ইচ্ছাকৃত সহবাস বলে চিহ্নিত করেছে।

তেলিয়ামুড়া উত্তরপুলিনপুর পাড়াকালক নিবাসী শ্রীনন্দলাল দেববর্মার ২৫ বৎসরের মেয়ে শ্রীমতী সুপ্রিয়া দেববর্মার (কল্পিত) অভিযোগ মূলে বিগত ১০-৮-১০ তারিখ সকাল ১১টায় কমিশন আয়োজিত কাউন্সেলিং-এ বাদী সুপ্রিয়া দেববর্মা ও বিবাদী তেলিয়ামুড়া গৌরাঙ্গটিলা নিবাসী শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র দেববর্মার ছেলে সমীর দেববর্মা অভিভাবক সহ উপস্থিত হন । বাদীর অভিভাবক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কাকা ও জ্যেঠামশাই। বাংলা ভাষায় সাবলীল না হওয়ায় বাদী সুপ্রিয়া কমিশনের কোন প্রশ্নের উত্তর না দিলে কমিশনের ককবরক ভাষা জানা সদস্যের সাহায্যে কথোপকথন চালানো হয়। দীর্ঘ আলোচনার সময় বাদী বিবাদীর বিরুদ্ধে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ আনেন। বিবাদী অবশ্যই বাংলা ভাষায় বাদীর সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা বলে কমিশনকে জানান। বিবাদী জানান তাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব থাকলেও বাদী বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার মুহূর্ত থেকেই তিনি নিজেকে সরিয়ে নেন। বন্ধুত্বছাড়া তাদের মধ্যে আর কোন সম্পর্ক ছিলনা। বাদী সুপ্রিয়া বিবাদী সমীরের প্রতারণার শাস্তি চান।

সংসারে ও সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কমিশন সম্ভাব্য ক্ষেত্রে মীমাংসার পথে যাবার পরামর্শ দিয়ে থাকে, আইনত শাস্তি দেবার ক্ষমতা কমিশনের নেই। তাই বাদীকে আইনের আশ্রয় নেবার পরামর্শও দেওয়া হয়। আইনের আশ্রয়ে যাবার সুবিধের জন্য বাদীকে দিয়ে দরখাস্ত করিয়ে সেদিনই উক্ত কাউন্সেলিং-এ সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি বাদীর অভিভাবকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কমিশন দুপক্ষের মধ্যে মীমাংসার কোন পরামর্শ দেয়নি এবং বাদী কমিশনের পরামর্শ মতই ২৫-৮-১০ তারিখ তেলিয়ামুড়া থানায় অভিযোগ করেন।